আল্লাহর প্রতি সুধারণা

আল্লাহর প্রতি সুধারণা

মুহাম্মাদ ইবনে আবিদ-দুনইয়া আল-বাগদাদী

ওয়াফি পাবলিকেশন

বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের অন্তরে আল্লাহর প্রতি এই সুধারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘ওয়াফি পাবলিকেশন’-এর পক্ষ থেকে পুস্তিকাটি ভাষান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এটি গতানুগতিক কোনো অনুবাদ নয়; বরং রীতিমতো একটি তাহকীক। হাদিসশাস্ত্রের একাধিক দক্ষ গবেষকের সহায়তায় প্রতিটি বর্ণনা যথাসাধ্য তাহকীক করে নির্ভরযোগ্য অবকাঠামোতে উপস্থাপনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। আরও পূর্ণতার নিমিত্তে শেষে একটি ‘পরিশিষ্ট’ও সংযুক্ত করা হয়েছে।

হতাশায় তমসাচ্ছন্ন কোনো অন্তর যদি এর সংস্পর্শে আলোকিত হয়, তবে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিষয়সূচি

সুধারণার পরিচয়
হাদিস নং
১১, ২৭, ২৮, ১২১, ১৩৩, ১৩৪

সুধারণা **উত্তম ইবাদাত**, দাবিদাওয়া
হাদিস নং
৬, ৯, ১৩২

সুধারণার **সুফল**
হাদিস নং
২, ৩, ৪, ৭, ৮, ১০, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪৮, ৫৮, ৬০, ৭১, ৮৩, ৮৫, ১০৪, ১১০

মৃত্যুকালে **সুধারণা রাখতেই হবে**
হাদিস নং
১, ৫৭, ৮৪, ১৪১

মৃত্যুপথযাত্রীকে
হাদিস নং
২, ২৯, ৩১

আল্লাহ শিরক ছাড়া সবই **মাফ করেন**
হাদিস নং
৫১, ৫৬, ১৫০

সামান্য
আমলও হতে পারে **মুক্তির উপায়**
হাদিস নং
৪২, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১৯, ১২০

সামান্য
মন্তব্যও হতে পারে **শাস্তির কারণ**
হাদিস নং
৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭

রহমত থেকে **নিরাশ হতে নেই**
হাদিস নং
৪৯, ৫০, ৬৯, ৭০, ৭২, ৯৫, ১০৫, ১৩৬

আল্লাহ **ক্ষমাকে ভালোবাসেন**
হাদিস নং
২২, ২৩, ২৪, ৩২, ৫২, ৭৫, ৮২, ১১৮, ১২২, ১২৬, ১৩১, ১৪০, ১৪২, ১৫২

বান্দার প্রতি **আল্লাহর মমতা**
হাদিস নং
১৮, ১৯, ২০, ২১, ৬৩, ৮৮, ৯০, ১১৬

আল্লাহর **রহমতের বিশালতা**
হাদিস নং
৩৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৯৪, ১২৩

নবিজির সুপারিশে
উম্মতের মুক্তি
হাদিস নং
১১, ২৭, ২৮, ১২১, ১৩৩, ১৩৪

উম্মতের জন্য **নবিজির ব্যাকুলতা**
হাদিস নং
৬২, ৭৯

উম্মতের জন্য
সালাফের দরদ
হাদিস নং
১২৪, ১২৫

কেমন ছিল **সালাফের সুধারণা**
হাদিস নং
১৫, ১৬, ২৫, ২৬, ৩৭, ৪০, ৪১, ৫৪, ৬৭, ৭৬, ৮১, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৬, ১২৭, ১২৮, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৩, ১৪৪, ১৫১

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর
সাক্ষ্যদানকারীর শুভ পরিণতি
হাদিস নং
২, ২৯, ৩১

সুধারণায় ব্যাকুল **হৃদয়ের আকুতি**
হাদিস নং
১৪, ১৭, ৪৩, ৫৩, ৫৫, ৯১, ৯৩, ১১২

কাব্যে গাঁথা সুধারণা
৯৮, ১১১, ১১৪, ১৩৮, ১৩৯

কুধারণার পরিণতি
হাদিস নং ০৪

মুমূর্ষুকে নেক
আমলের তালকীন করা মুস্তাহাব
হাদিস নং ৩০

গুনাহ হয়ে গেলে করণীয়
হাদিস নং ৬৮

জান্নাতীদের আশি সারি
উম্মতে মুহাম্মাদী
হাদিস নং ৭৪

পরিশিষ্ট
পৃষ্ঠা নং ৯২

তথ্যপঞ্জি
পৃষ্ঠা নং ১০৫

ভূমিকা

অনুবাদ, তাখরীজ এবং শেষে সংযুক্ত পরিশিষ্টের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় লক্ষ রাখা হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হলো:

অনুবাদ-প্রণালি

- অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল কিতাবের কয়েকটি নুসখাকে সামনে রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে 'ফাযেল ইবনে খলফ আর-রক্বী'-এর তাহকীককৃত নুসখার ওপর বেশি নির্ভর করা হয়েছে, যা ১৪৩৩ হিজরী মোতাবেক ২০১২ ঈসায়ীতে 'দারু আত্বলাসিল-খদ্বরা' থেকে প্রকাশিত হয়।

- সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে আরবী পাঠে বিদ্যমান দীর্ঘ সনদকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

তাখরীজ-প্রণালি

- এ কিতাবের যেসব বর্ণনা, হাদিসশাস্ত্রের অন্য কোনো উৎস-গন্থে পাওয়া গেছে, টীকাতে তার রেফারেন্স সংযোজন করা হয়েছে।

- রেফারেন্সের ক্ষেত্রে হাদিসের উৎস-গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি রেফারেন্স মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। মূল কিতাব সংগ্রহে না থাকার দরুন অল্প কিছু স্থানে মাকতাবাতুশ-শামেলা (ভার্সন: ৩.৬৪) থেকে রেফারেন্স যুক্ত করা হয়েছে।

- যেসব হাদিস 'সহিহ্ বুখারি' বা 'মুসলিমে' আছে সেসব হাদিসের শুধু রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এ গ্রন্থদ্বয়ের হাদিস বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ।
  আর যেসব হাদিস 'সহিহ্ বুখারি' বা 'মুসলিমে' নেই, সেসব হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখপূর্বক মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিদ ইমামদের মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

- মারফু-হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের আসারগুলো বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাহকীক করা হয়েছে।

  হাদিস ও আসারের পাশাপাশি পুস্তিকাটিতে সালাফদের বহু ঘটনা, স্বপ্ন, কাব্য ইত্যাদিও উল্লেখ হয়েছে। এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপদেশ গ্রহণ করা; শরীয়তের আহকামের সাথে এগুলোর তেমন একটা সম্পর্ক নেই। তাই বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এগুলোতে টীকা-টিপ্পনী সংযোগ করা হয়নি।

বিষয়সূচি

- মূল আরবী কিতাবে কোনো অধ্যায় বা সূচিপত্র নেই। পাঠকের সুবিধার জন্য কিতাবের শুরুতে একটি বিষয়সূচি সংযুক্ত করা হয়েছে।

আকর্ষণীয় পরিশিষ্ট

- পুস্তিকাটিকে সার্বিকভাবে আরো পূর্ণাঙ্গ করার লক্ষ্যে শেষে একটি 'পরিশিষ্ট' যুক্ত করা হয়েছ। পরিশিষ্টে হাদিস-ভান্ডার থেকে বেছে বেছে সংগতিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ কিছু রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে একটি কথা,

পুস্তিকাটি সার্বিকভাবে সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হয়েছে। তথাপি মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধ্বে নয়, তাই ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। সুধী পাঠকের নজরে তেমন কিছু পড়লে অবগত করার অনুরোধ রইল।

মাওলানা রাশেদুল ইসলাম
মাওলানা নূরুল আমীন আল-হারুনী

লেখক পরিচিতি

নাম: আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবিদ-দুনইয়া আল-বাগদাদী। তিনি ইরাকের প্রসিদ্ধ নগরী 'বাগদাদ'-এ ২০৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসে এ শতাব্দীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ সময় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার চরম উন্নতি সাধিত হয়। আরবী ভাষা-সাহিত্য ও বিভিন্ন শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তাই ইবনে আবিদ-দুনইয়ার ব্যক্তিত্ব গঠন ও প্রতিভা বিকাশেও এ যুগটার বিশেষ প্রভাব ছিল।

তিনি যুগশ্রেষ্ঠ বহু মনীষী থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম বুখারি, আবু দাউদ ও ইবনে সা'দ প্রমুখের মতো খ্যাতিমান হাদিস-বিশারদগণ।

আর তাঁর থেকে যারা হাদিস গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম ইবনে মাজাহ, আবু হাতেম রাযী ও আবু বিশ্‌র আদ-দূলাবীর ন্যায় বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ।

তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে উম্মতে মুসলিমার জন্য বিরাট অবদান রেখেছেন। হাদিসের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় দুই শ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা তাঁর বিশেষ প্রতিভা ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর।

এ মহান ব্যক্তি ২৮১ হিজরীতে আপন রবের ডাকে সাড়া দিয়ে নশ্বর এ পৃথিবী ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। বাগদাদের 'শুনিজিয়া' নামক মাকবারায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়, যেখানে শায়িত আছেন জুনাইদ

বাগদাদীসহ বহু আওলিয়ায়ে কেরাম।[১]

আল্লাহ, তাঁকে রহমতের চাদরে আবৃত করুন! তাঁকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন! তাঁর ইলম দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন! আমীন।

১ তারীখে বাগদাদ, খতীব আল-বাগদাদী; তাজকিরাতুল হুফফাজ, ইমাম যাহাবী; সিয়রু আ'লামিন-নুবালা, ইমাম যাহাবী; মু'জামুল বুলদান, ইয়াকুত আল-হামাবী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

[১]

জাবের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[1], তিনি বলেন, "আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে মৃত্যুর তিন দিন আগে বলতে শুনেছি, "তোমরা অবশ্যই যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা[2] নিয়ে মৃত্যুবরণ করো।"

---

১ সহীহ মুসলিমঃ ২৮৭৭।

২ উলামায়ে কেরাম বলেন, "আল্লাহর প্রতি সুধারণার মর্ম হলো এই যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তার রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া; বরং আশান্বিত হওয়া যে, তিনি দয়া করবেন, ক্ষমা করবেন।"
আর এই সুধারণা তখনই তৈরি হবে যখন সারাজীবন ভয় ও আশাকে লালন করবে এবং আশার চেয়ে ভয়কে বেশি জাগ্রত রেখে আল্লাহর বিধানের পূর্ণ অনুগত হবে। কেননা, সুন্দর আমল দ্বারাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা সৃষ্টি হয়। আর মন্দ আমলের কারণেই তাঁর প্রতি মন্দ ধারণা জন্ম নেয়। (দেখুন- মাআ'লীমুস-সুনান, অধ্যায়: আল-জানায়েয, পরিচ্ছেদ: হুসনুয-যন বিল্লাহ। শরহে মুসলিম, নববী রহ., হাদিস নং: ২৮৭৭)
মোটকথা, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর ভয় ও রহমতের আশা রাখবে। শুধুই সুধারণার বশবর্তী হয়ে আমলকে ছেড়ে দিবে না। কারণ, এটা নিতান্তই ধোঁকা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।

(২১:৯০)

[২]

আবুন নজর হাইয়ান রহ. বলেন, "ওয়াছিলা বিন আসক্বা' রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে একদিন বললেন, 'আমাকে ইয়াজিদ ইবনে আসওয়াদের কাছে নিয়ে চলো, শুনেছি তিনি অসুস্থ।'

আমি তাঁকে নিয়ে গেলাম। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমি ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, 'ইনি তো খুবই মুমূর্ষাবস্থায় উপনীত, কিবলামুখী করে রাখা হয়েছে, ইতিমধ্যে মূর্চ্ছাও গেছেন।'

ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত লোকদের বললেন, 'তাকে ডাকো তো দেখি।'

তাকে ডাকা হলো। বর্ণনাকারী আবু নজর লক্ষ করে বললেন, 'এই তো আপনার ভাই ওয়াছিলা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এসেছেন।'
এ কথাটুকু বোঝার মতো সংবিৎ আল্লাহ তার মধ্যে রেখেছিলেন। তার নিস্তেজ

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।
(৭৯:৪০-৪১)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (হাদিসে কুদসী) আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার ইজ্জতের কসম, বান্দর মধ্যে আমি দু-টি ভয় এবং দু-টি আশা একত্র করবো না। সুতরাং বান্দা যদি আমার ভয়ে আমল করে চলে তাহলে রোজ কিয়ামতের দিন আমি তাকে নিরাপত্তা দিব। আর যদি সে দুনিয়াতে নির্ভয়ে থাকে তাহলে কিয়ামত দিবসে অমি তাকে ভীত-সন্ত্রস্থ করব।" (সহিহ ইবনে হিব্বান: ৬৩৯)

অন্যত্র ইরশাদ করেন, "জ্ঞানী ওই ব্যক্তি যে নম্রতা অবলম্বন করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর নির্বোধ-অক্ষম ওই ব্যক্তি যে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর প্রতি আশা করে বসে থাকে।" তিরমিযী: ২৪৫৯।

১ মুসনাদে আহমাদ: ১৬০১৬; শুআবুল ঈমান'-এর ১০০৬ নং হাদিসে বিস্তারিত আছে। আর কিছুটা সংক্ষেপে আছে 'সহিহ ইবনে হিব্বান'-এর ৬৪০ নং হাদিসে।

- মুসনাদের আহমাদের বর্ণনা সম্পর্কে হিজরী নবম শতাব্দির বিখ্যাত মুহাদ্দিস নূরুদ্দীন আল হাইসামী রহ. বলেন, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ সবাই 'ছিকা' (নির্ভরযোগ্য)।
  দেখুন-মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ৩৮৮৭।

হাতটি প্রসারিত হয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। আমি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতটি ধরে তার হাতে তুলে দিলাম। আসলে তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের স্পর্শধন্য ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাত থেকে বরকত নিতে চাচ্ছিলেন। তাই তাঁর হাতটি বুকে মিলাচ্ছিলেন, বদনে মাখছিলেন, ওষ্ঠদ্বয়ে নিয়ে চুমু খাচ্ছিলেন।
ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তুমি একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে? বলো তো, এ মুহূর্তে আল্লাহর সম্পর্কে তোমার ধারণা কেমন?'

তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'গুনাহের সাগর আমাকে নিমজ্জিত করে নিয়েছে। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। তবুও আমি আল্লাহর রহমতের আশাবাদী।'

এ কথা শোনামাত্রই ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলেন। উপস্থিত সকলেও তা-ই করল।

তিনি বললেন, "আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তার সঙ্গে আচরণ করি। সুতরাং সে আমার সম্পর্কে যেমন ইচ্ছা ধারণা রাখুক।'"

[৩]

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন[২],

'আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তার সঙ্গে আচরণ করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে অমি তার সঙ্গে থাকি।'"

১ সহিহ বুখারি: ৭১০৭; সহীহ মুসলিম: ২৬৭৫।

২ এটি একটি 'হাদিসে কুদসী'। যে কথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি আল্লাহ তাআলা থেকে বর্ণনা করেন তাকে 'হাদিসে কুদসী' বলে। আর যে কথা সরাসরি আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন-না তাকে 'হাদিসে নববী' বলে। অনুরূপভাবে নবিজির কর্ম ও মৌণ সমর্থনকেও 'হাদিসে নববী' বলে। (আল-আহাদিসুল কুদসীয়্যা, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, পৃষ্ঠা: ১৩)